তারিখ ... 31 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত

এবার ২৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে এ বছর গুচ্ছ পদ্ধতিতে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা নিতে একমত হয়েছে দেশের ২৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। তবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করা হবে।

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এ বছরই এ পদ্ধতিতে যাচ্ছে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয় আগের মতোই আলাদাভাবে পরীক্ষা নেবে। তবে এবার সব বিশ্ববিদ্যালয়ই অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ করতে সম্মত হয়েছে।

গুচ্ছ পদ্ধতিতে সমশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একেকটি গুচ্ছের (ক্লাস্টার) আওতায় নিয়ে আসা হবে। একটি গুচ্ছে নেওয়া হবে একটিমাত্র পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলের মেধাক্রম অনুসারে শিক্ষার্থীরা পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবেন। অর্থাৎ যেকোনো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তির জন্য একটি এবং নতুন সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তির জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৪

এবার ২৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল শনিবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ বিষয়ে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সঙ্গে এক সভায় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভা সূত্রে জানা গেছে, দেশের ছয়টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আটটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নয়টি নতুন সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবার গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করাবে। গুচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণে আগ্রহীদের এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল সহায়তা করবেন। গতকালের সভায় শিক্ষাবিদ জাফর ইকবাল গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তির সুবিধা ও প্রয়োগযোগ্য সমাধানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

নতুন এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় করবে বলে মনে করছেন শিক্ষামন্ত্রী। সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ইতিবাচক বিভিন্ন দিক দেখে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, দীর্ঘদিন থেকে একটি পদ্ধতিতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। হঠাৎ নতুন পদ্ধতিতে গেলে তাঁদের সমস্যা হতে পারে।

সভা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* জানান, গুচ্ছ পদ্ধতিতে একই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই প্রশ্নপত্রে একই দিনে পরীক্ষা নেবে। অর্থাৎ সবগুলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক সঙ্গে, সবগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এক সঙ্গে এবং সবগুলো নতুন সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এক সঙ্গে পরীক্ষা নেবে। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের সবগুলো মেডিকেল কলেজে এক সঙ্গে একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গুচ্ছ পদ্ধতিতেও একই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেভাবে পরীক্ষা নেবে। এরপর মেধাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ পদ্ধতিতে না যাওয়ার যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, এর ফলে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ বাড়বে।

সভায় শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রাণগোপাল দত্তসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা উপস্থিত ছিলেন।